চুঁচুড়া ডিআই অফিস মাঠে বিজেপির সভায় মুকুল রায়, লকেট চ্যাটার্জী এবং দিলীপ ঘোষ

চিকিৎসক ছাড়াই চলছে জিতারপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাম আমলে অধিকাংশ পঞ্চায়েত এলাকাতেই গড়ে উঠেছিল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ঢাক, ঢোল পিটিয়ে উদ্বোধনও করা হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে বাম আমল থেকেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ভগ্নদশা শুরু হয়। পরে ২০১১ সালে সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও সেগুলির উন্নয়ন সামান্যতমও ঘটেনি। বরং পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। এরকম একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র হল গোঘাট ২নং ব্লকের কুমারগঞ্জ অঞ্চলের জিতারপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। মোট ৪টি বিল্ডিং রয়েছে। যার তিনটি বর্তমানে ভগ্ন। এমনকি রাতে মদ, গাঁজা, জুয়ার আড্ডা বসে। শুধুমাত্র একটি বিল্ডিং-এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ চলে। দীর্ঘদিন কোনও চিকিৎসক নেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। রয়েছেন একজন জি এন এম কর্মী গৌরী রায়। আর রয়েছেন ফার্মাসিস্ট সুশান্ত মাউর। সুশান্তবাবু জানালেন, ওষুধপত্র সবই আসে। নিয়মিত ৯০ থেকে ১১০জন রোগী হয়। আমরা এই সমস্ত রোগীদের দেখে যতটা সম্ভব ওষুধ দিয়ে থাকি। না পারলে কামারপুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠিয়ে দিই। সুশান্তবাবু আরও জানালেন, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এমন একটি জায়গায় অবস্থিত যেখানে বাঁকুড়া এবং হুগলির এই দুই জেলার রোগী আসেন। বাঁকুড়া জেলার জিতারপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা ইতিমধ্যেই জেলা স্বাস্থ্যদপ্তরকে জানিয়েছি। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগী ভোলা দুলে জানালেন, অনেকদিন কোনও ডাক্তারবাবু না থাকায় আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। দীর্ঘদিন কেবল স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর নির্ভর করেই চলতে হচ্ছে। জ্বর একটু বেশি বাড়লে আমাদের কামারপুকুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হয়। যা আমাদের কাছে খুবই কষ্টকর। নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন চিকিৎসক থাকলে বহু মানুষের উপকার হবে।

শান্তির মুখে পড়তে পারেন পাণ্ডুয়ার দুই তৃণমূল নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে হুগলির পাণ্ডুয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের দুই নেতাকে পার্টি থেকে সরানোর চিন্তাভাবনা শুরু করেছে তৃণমূলের হুগলি জেলা কমিটি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেক তৃণমূলের নেতা। কয়েক দিন আগে পাণ্ডুয়ায় রাস্তার উন্নয়নের কাজকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে মোট ৫জন আহত হয়। ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য জেলা তৃণমূলের কমিটির পক্ষ থেকে পাণ্ডুয়ার দুই নেতাকে জবাবদিহি করতে ২ সপ্তাহ সময় নিয়েছে বলে জানা গেছে। তবে জেলা তৃণমূল কমিটি ওই দুই নেতার নাম প্রকাশ করতে চায়নি। তবে সূত্রের জানা গিয়েছে, পাণ্ডুয়া পঞ্চায়েতের নির্বাচনের ভালো ফলের জন্য এই রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

রান্না করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু গৃহবধূ ও বৃদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ রান্না করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতার নাম গীতারানী রাজপণ্ডিত (৮০)। বাড়ি খানাকুল ২নং ব্লকের নতিবপুর গ্রামে। তাঁর চার ছেলে ও দুই মেয়ে আছে। জানা গেছে, সোমবার সকালে গীতাদেবী স্টোভ জ্বেলে রান্না করছিলেন। সেই সময় অসতর্কতাবশত সেই আগুন তাঁর শাড়িতে ধরে যায়। তাঁর চিৎকার শুনে তাঁর পরিবারের সদস্যরা ও প্রতিবেশীরা তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। সোমবার রাতে হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃতার নাম কানন দাস (৪৫)। বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি থানার পহলানপুর গ্রামের দাসপাড়ায়। স্বামী সুদের দাস চাষবাস করেন। তাঁদের দুই ছেলে আছে। জানা গেছে, রবিবার সন্ধ্যাবেলায় কাননদেবী বাড়িতে রান্না করছিলেন। তখন অসতর্কতাবশত তাঁর শাড়িতে গ্যাস ওভেন থেকে আগুন ধরে যায়। তিনি চিৎকার করলে পরিবারের অন্যান্যরা এবং প্রতিবেশীরা তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। তার পর থেকেই সেখানে চিকিৎসা চলছিল। সোমবার রাতে হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বাড়িতে আগুনের তাণ্ডবলীলা, অল্পের জন্য রক্ষা শিশুসহ পরিবারের সদস্যদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ শীতের সকালে আগুনের তাণ্ডবলীলা দেখলো এলাকাবাসী। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল বাড়ির দোতলার সমস্ত আসবাবপত্র। প্রথমে এলাকাবাসীরাই চালালো রেসকিউ অপারেশন। রীতিমতো নাইলনের ব্যাগে করে দোতলার ঘর থেকে তিন মাসের শিশু কন্যাকে নামানো হল নীচে। এরপর দমকল বাহিনী এসে বাড়ির ছাদ থেকে উদ্ধার করে তিনজনকে মহিলাকে। ঘন্টাখানেকের প্রচেষ্টায় দমকলের একটি ইঞ্জিনের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। মঙ্গলবার চাপড়াকর এই ঘটনাটি ঘটেছে চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত ব্যান্ডেল চার্চের কাছে অন্নপূর্ণা কলোনিতে। ওই এলাকায় সঞ্জয় সাহার বাড়িতে এদিন সকালে আগুন লাগে। বাড়ির ছোটরা প্রথমে বাড়ির দোতলায় সেই আগুন দেখতে পায়। ছোটদের চিৎকার চেঁচামেচিতে নিজ থেকে তিনজন মহিলা ছোটোদের নিচে নামিয়ে নিয়ে এলেও তাঁরা নামতে না পেরে ছাদে উঠে যায়। যদিও আগুনের তীব্রতায় দোতলায় ঘুমিয়ে থাকা

তিন মাসের শিশুকন্যাকে তারাই উদ্ধার করতে পারেনি।। ছাদের উপর থেকে ওই তিন মহিলা এলাকাবাসীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার শুরু করে। এলাকাবাসীরা সাত পাঁচ না ভেবে কোনওক্রমে মই জোগাড় করে ওই বাড়ির দোতলা থেকে নাইলনের ব্যাগে করে দড়ির সাহায্যে শিশুটিকে নিচে নামায়। এরপরই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা প্রথমে বাড়ির ছাদ থেকে ওই তিন মহিলাকে উদ্ধার করে। এরপর দমকলবাহিনী ও এলাকাবাসীরা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়।

প্রসঙ্গত সাহা পরিবার মশারির কারবারের সাথে যুক্ত থাকায় ওই বাড়িতে লাট করে সাজানো ছিল মশারি। তাই মশারির মতো দাহ্যবস্তু থাকায় আগুনও ভয়াবহ রূপ নিতে সময় নেয়নি।

দমকল বাহিনীর প্রায় ঘন্টা দেড়েকের প্রচেষ্টায় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে। সকাল সাড়ে আটটায় এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটলেও তা কী করে লাগল সে নিয়ে ধন্দে রয়েছে সকলেই। শর্টসার্কিট নাকি অন্য কিছু সে বিষয়ে তদন্তে নেমেছে চুঁচুড়া থানার পুলিশ।

চক্রবাক নাট্যপীঠের চক্ষুপরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ হুগলির পাণ্ডুয়ার চক্রবাক নাট্যপীঠের পরিচালনায় এক চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। অভিজ্ঞ চক্ষু বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে এদিন ৫০জন চক্ষু রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। এই প্রসঙ্গে শিবিরে আয়োজক অমিতাভ মুখোপাধ্যায় জানান, পাণ্ডুয়ায় বিভিন্ন গ্রামের থেকে এদিন গরিব পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত হয়েছিলেন চক্ষুপরীক্ষা শিবিরে। প্রতি বছর প্রথম মাসে চক্ষুপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এলাকার বিভিন্ন গ্রামের মানুষের উৎসাহের সঙ্গে চক্ষুপরীক্ষা শিবিরে আসেন। এই চক্ষু পরীক্ষার পর তাঁদের ছানি অস্ত্রোপচার ও চশমা প্রদান করা হয় বিনামূল্যে। সকালে ১২টা থেকে শুরু হয়ে চলে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। পাণ্ডুয়ায় প্রতিটি গ্রামের মানুষকে হাত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চক্ষু চিকিৎসা করানোর জন্য আবেদন জানানো হয়ে থাকে।

আয়োজকদের দাবি, এধরনের চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন একমাত্র তাঁরাই করে থাকেন। এছাড়াও চক্রবাক নাট্যপীঠ সারা বৎসর অন্যান্য নানান সমাজ সেবামূলক কাজ করে থাকে।

সকাল ৮টাতেও জ্বলছে স্ট্রিট লাইট। সৌজন্যে আরামবাগ পৌরসভা।

গোঘাটে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হিমঘর কর্মীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ আবার পথ দুর্ঘটনা। এবার মৃত্যু একটি হিমঘরের লেবার সর্দারের। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাটের কাঁটালী এলাকায় আরামবাগ-কামারপুকুর প্রধান সড়কের উপর। জানা গেছে, মৃতের নাম শ্যামল চক্রবর্তী (৪৮)। বাড়ি গোঘাটের শ্রীপুরে। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়াও তাঁর দুই মেয়ে আছে। তিনি কাঁটালীর একটি হিমঘরে লেবারদের সর্দার ছিলেন। এদিন কাঁটালীতে মাঠরান্না চলছিল। সেখানে খেতে গিয়েছিলেন শ্যামলবাবু। সেখান থেকে ফেরার পথে সাইকেল নিয়ে যখন রাস্তা পার হচ্ছিলেন তখনই কামারপুকুরগামী একটি টাটাসুমো তাঁকে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। জানা গেছে, ঘাতক গাড়িটি গোঘাট ২নং পঞ্চায়েত সমিতির। ওই গাড়িতে করেই চালক দুর্ঘটনার পর শ্যামলবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

দুর্ঘটনায় আহত ৫ ছাত্রছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ নিউ ব্যারাকপুর থেকে ছয়টি বাস প্রায় আড়াইশো জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে আসছিল কেএমডিএ পার্কের ওয়ান্ডার ওয়ার্ল্ড-এ। ভদ্রেশ্বর থানার শ্বেতপুর মোড় একটি বাসের সঙ্গে লরির ধাক্কা লাগে। তাতে ৫ জন আহত হয়। তাদের চন্দননগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। লরি ও বাস এর চালকসহ গাড়ি দুটোকে আটক করে ভদ্রেশ্বর থানা পুলিশ।

গোঘাটে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সচেতনতা বিষয়ক শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য মঙ্গলবার গোঘাট ১নং ব্লক কমিউনিটি হলে হাওড়া বনবিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সচেতনতা শিবির। আরামবাগ রেঞ্জার অফিসার নির্মল মণ্ডল বলেন, আমরা না জেনে বুঝে সাপ, কচ্ছপ বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় মেরে ফেলি। এরফলে প্রকৃতি ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাই আমরা গোঘাট ১নং ও ২নং ব্লকে আগামী প্রজন্মকে সচেতন করে তোলার জন্য এই শিবিরের আয়োজন করেছি। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার ডি এফ ও নিরঞ্জিতা মিত্র, বিধায়ক মানস মজুমদার, গোঘাট ১নং ও ২নং বিডিও অসিত বরণ ঘোষ ও অরিজিৎ দাস, গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহসভাপতি মৃণালকান্তি আলু ও মনোরঞ্জন পাল, গোঘাট থানার এস আই সোমনাথ দে, গোঘাট ২নং ব্লকের যুগ্ম বিডিও মদনমোহন ঘোষ প্রমুখ। ডি এফ ও নিরঞ্জিতা মিত্র জানালেন, আমরা এই সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের কাছে আবেদন রাখছি অযথা কোনও বন্যপ্রাণী হত্যা করবেন না। বিশেষ করে সাপ, কচ্ছপ এই জাতীয় প্রাণীকে আমরা বেশি মেরে ফেলি। এইসব প্রাণী লুপ্ত হয়ে গেলে প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্র ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই আগামী প্রজন্মের কাছে আমরা সচেতনতার বার্তা নিয়ে এসেছি। গোঘাট বিধায়ক মানস মজুমদার জানালেন, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারলে আগামী দিনে আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেক জীবকুলই সমাজে কিছু না কিছু উপকার করে থাকে। তাই প্রত্যেক জীবকুলকেই বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য। পাশাপাশি বন সংরক্ষণও আমাদের করতে হবে। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ দরকার। গোঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র আকাশ চানক জানাল, সাপ, ব্যাঙ, কচ্ছপ যে আমাদের এত উপকার করে তা আমি একেবারেই জানতাম না। এই শিবিরে এসে অনেক কিছু শিখতে পারলাম। সাপ দেখলে আমরা ভয়ে তাকে মেরে ফেলি। এবার থেকে নিজে সাপ মারব না। যাতে কেউ সাপ না মারে সেদিকেও খেয়াল রাখব।

স্বামীজী ও নেতাজীর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন
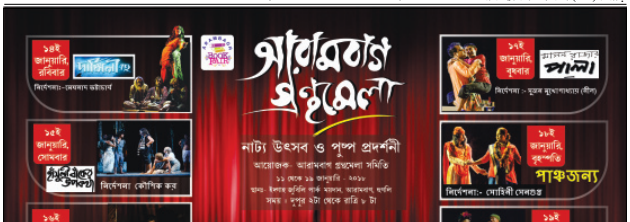
নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ হুগলির খন্যান ইটাচুনা বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করা হল। এদিন এই দুটি আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডাঃ কে জি বালাকৃষ্ণান। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি কল্যাণ জ্যোতি সেনগুপ্ত, অদিশ আগরওয়াল, নেতাজী গবেষক পুরবী রায়, সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জী, রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ গুরাকেশানন্দসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডাঃ কে জি বালাকৃষ্ণান বলেন, শিকাগোয় স্বামীজী যেখানে তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন সেই জায়গা তিনি ঘুরে এসেছেন। আর এদিন এখানে তাঁর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করতে পেরে সেই একই রকমভাবে আনন্দিত। স্বামীজী ও নেতাজীর যে আদর্শ আগামী প্রজন্মকে সেই পথেই এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি আগামী দিনে এই কলেজে আইন বিভাগ চালু হলে আবারও এখানে আসার প্রতিশ্রুতিও এদিন তিনি দেন। অপরদিকে এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতাজী গবেষক পুরবী রায় বলেন, বাংলার নব জাগরণের যে আলো বা আগুন স্বামীজী জ্বেলেছিলেন, সেই আলো বা মশাল সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান নেতাজী। অন্যদিকে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য প্রসঙ্গে বলেন, এক সময় হো চি মিন ব্রিটিশদের খবর দিয়েছিলেন নেতাজীর প্রসঙ্গে। আবার স্ট্যালিন তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রকে বাঁচিয়ে রাখতে। ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে যে সর্বদা একটা খেলা চলে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। পাশাপাশি এদিন তিনি বলেন, ফ্রান্স সরকার নেতাজী প্রসঙ্গে বর্তমানে যে তথ্য সবার সামনে তুলে ধরেছেন তাতে এটা প্রমাণিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি। অপরদিকে বিচারপতি কল্যাণ জ্যোতি সেনগুপ্ত এদিন আক্ষেপ করে বলেন, যদিও কোনও সৎ উদ্দেশ্যেই নেতাজী অন্তর্ধান হয়েছিলেন, তবুও তিনি যদি অন্তর্ধান না হয়ে কষ্ট করে এদেশেই থেকে যেতেন তাহলে হয়তো ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হত না। এদিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জী বলেন, ভারতের দুই মহাপুরুষের জন্মদিনের আগে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতেই কলেজের সমস্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং রাজ্য সরকারের সহায়তায় আবক্ষ মূর্তি দুটির আবরণ উন্মোচন করা হয় পাশাপাশি তিনি বলেন, এদিনের এই অনুষ্ঠানে নেতাজী ও স্বামীজীর ত্যাগ ও আত্মত্যাগ নিয়ে এবং নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য ও রাশিয়ার ফাইল উন্মোচন নিয়ে বিশিষ্টজনেরা তাঁদের নিজ নিজ সুচিন্তিত যে বক্তব্য রাখেন তাতে আগামীদিনে ছাত্র যুব সমাজ বিশেষভাবে উৎকৃত হবে।